জাতীয় কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ সেবা বুলেটিন

১৩ নভেম্বর ২০১৯ (বুধবার)

[সময়কালঃ ১৩.১১.২০১৯–১৭.১১.২০১৯]

ডিসক্লেইমার

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পের আওতায় পরীক্ষামুলকভাবে জাতীয় পর্যায়ে এবং ৬৪ টি জেলায় প্রেরণের লক্ষ্যে কৃষি আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ সেবা সম্বলিত বুলেটিন তৈরী করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলো।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ ফারহানা হক, সবুজ রায়
ই-মেইলঃ pdamisdp@dae.gov.bd
ফোনঃ ০২-৫৫০২৮৪১৪, ০২-৫৫০২৮৪১৮

মুখ্য কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। ভোরের দিকে দেশের কোথাও কোথাও হালকা কুয়াশা পড়তে পারে। সারাদেশে রাত এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের জেলাভিত্তিক মধ্যমেয়াদি পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী কয়েকদিন সারা দেশে শুষ্ক আবহাওয়া বিরাজ করবে। ফলে যে সব জেলায় গত এক সপ্তাহে তেমন বৃষ্টিপাত হয়নি সেখানে সেচ, সার ও বালাইনাশক প্রয়োগ ও আন্ত পরিচর্যা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। উপকূলবর্তী জেলাগুলোয় বন্যার পানি নেমে গেলেও জলাবদ্ধতা থাকতে পারে অথবা মাটিতে পর্যাপ্ত আর্দ্রতা বজায় থাকতে পারে।

আবহাওয়ার পূর্বাভাস, গত কয়েকদিনের উপলব্ধ আবহাওয়া ও মাটির অবস্থা বিবেচনা করে বিভিন্ন জেলার জন্য আলাদা আলাদা কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

যেসব জেলা বন্যা উপদ্রুত এবং গত সপ্তাহে ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে সে সব জেলার জন্য নিম্নলিখিত কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ প্রস্তুত করা হয়েছে।

বন্যা আক্রান্ত হয়নি এমন এলাকার জন্য পরামর্শ:

আমন ধান :

- জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন। কাইচ থোড় থেকে শক্ত দানা পর্যায় পর্যন্ত জমিতে পানির স্তর ২-৫ সেমি বজায় রাখুন।
- নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন। মাজরা পোকা, পাতা মোড়ানো পোকা, গান্ধী পোকা, বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য আলোক ফাঁদ ব্যবহার করুন।
- থোড় পর্যায়ে ব্লাস্ট রোগ নিয়ন্ত্রণে এডব্লিউডি পদ্ধতি অনুসরণ করুন। প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসেবে প্রতি লিটার পানিতে ০.৬ গ্রাম নাটিভো ৭৫ ডব্লিউজি/ ট্রুপার অথবা ১ মিলি এমিস্টার টপ ৩২৫ এসপি মিশিয়ে স্প্রে করুন। কার্যকরভাবে রোগ নিয়ন্ত্রণে বেলা ৩.০০ টার পর বালাইনাশক স্প্রে করুন। রোগের মাত্রা অনুযায়ী ১০-১২ দিন পরপর স্প্রে করতে হবে।
- দানা গঠন পর্যায়ে গান্ধী পোকা ও বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ হলে প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ গ্রাম আইসোপ্রোকার্ব বা ২.৫ গ্রাম ইমিডাক্লোরোপিড মিশিয়ে স্প্রে করুন। গান্ধী পোকার আক্রমণ হলে প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি ম্যালাথিয়ন অথবা ২ মিলি ক্লোরপাইরিফস মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

সবজি:

- জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন।
- ফুলকপি, বাঁধাকপিতে কালো পচা রোগ দেখা দিলে ১০ লিটার পানিতে ১ গ্রাম স্ট্রেপ্টোসাইক্লিন মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বেগুন , টমেটো ও ঢেঁড়শে ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ দেখা দিলে প্রতি হেক্টর জমিতে ২০ টি করে ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করুন।
- জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

বোরো ধান:

- বোরো ধানের বীজতলা তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করুন। দুর্যোগপ্রবণ সময় হওয়ায় উঁচু জায়গায় বীজতলা তৈরি করুন এবং জমি থেকে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখুন। সমবায়ভিত্তিক বীজতলা তৈরি করা যেতে পারে।
- দুই বীজতলার মাঝখানে নালা তৈরি করুন। এটি অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন ও সেচ প্রদানের জন্য কাজে লাগবে।
- বীজতলার চারা হলুদ হয়ে গেলে প্রতি শতকে ২৮৩ গ্রাম হারে ইউরিয়া প্রয়োগ করুন।

সরিষা:

- বর্তমান আবহাওয়া সরিষার জমি তৈরি ও বীজ বপনের জন্য আদর্শ। বেলে দোআঁশ অথবা দোআঁশ মাটিতে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত বীজ বপন অব্যাহত রাখুন।
- বীজ বপনের আগে প্রতি হেক্টরে ১২০-১৫০ কেজি ইউরিয়া, ১৭০-১৮০ কেজি টিএসপি এবং ৮৫-১০০ কেজি এমওপি ও ৮-১০ কেজি গোবর সার প্রয়োগ করুন। এই সার প্রয়োগের জন্য অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের পর মাটিতে প্রয়োজনীয় আর্দ্রতা থাকতে হবে।

ভুট্টা:

- রবি ভুট্টার জন্য জমি তৈরি ও বপন শুরু করুন। জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখুন।
- অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের পর জমি প্রস্তুতির শেষ ধাপে, হাইব্রিড ভুট্টার জন্য প্রতি হেক্টরে ১৬৬.৬-১৮৩.৩ কেজি ইউরিয়া, ২৪০-২৬০ কেজি টিএসপি, ১৮০-২০০ কেজি এমওপি এবং ৪ টন গোবর সার প্রয়োগ করুন।

মসুর:

- বপনের আগে প্রোভেক্স-২০০ (কার্বোজিন+থিরাম) দিয়ে বীজ শোধন করে নিন (২.৫ গ্রাম/কেজি হারে)। এর ফলে বীজ ও চারা পচা রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে।
- অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের পর জমি প্রস্তুতির শেষ ধাপে হাইব্রিড জাতের জন্য প্রতি হেক্টরে ৪০-৪৫ কেজি ইউরিয়া, ৮০-৯০ কেজি টিএসপি ও ৩০-৪০ কেজি এমওপি প্রয়োগ করুন।

আলু:

- আবহাওয়ার বর্তমান অবস্থা আলুর জমি তৈরি ও আলু লাগানোর জন্য আদর্শ। নির্ভরযোগ্য জায়গা থেকে অনুমোদিত জাতের বীজ সংগ্রহ করে জমিতে লাগাতে হবে।
- লাল পিপড়া ও কাটুই পোকার আক্রমণ হলে প্রতি বিঘায় ২ কেজি হারে থিমেট ১০জি অথবা ম্যালাথিয়ন ৫% ডাস্ট প্রয়োগ করুন।
- অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের পর জমি প্রস্তুতির শেষ ধাপে প্রতি হেক্টরে ১০ কেজি গোবর সার এবং ৮-১০ কেজি জিংক সালফেট প্রয়োগ করুন। চারা রোপণের পর প্রতি হেক্টর জমিতে ১৬২.৫-১৭৫.০ কেজি ইউরিয়া, ২০০-২২০ কেজি টিএসপি, ২২০-২৫০ কেজি এমওপি, ১০০-১২০ কেজি জিপসাম সারির দুই পাশের মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

উদ্যান ফসল:

আবহাওয়ার বর্তমান অবস্থা বিভিন্ন উদ্যান ফসল যেমন পেঁপে, আম, কলা, পেয়ারা ইত্যাদি লাগানোর জন্য আদর্শ। কাজেই এসব অবিলম্বে লাগানোর জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।

গবাদি পশু:

- রাতের তাপমাত্রা কমে আসছে। নিউমোনিয়া থেকে সুরক্ষায় সকালে ও সন্ধ্যায় দুগ্ধবতী গাভী ও বাছুরকে চটের বস্তা দিয়ে জড়িয়ে দিন।
- তরকা, পিপিআর ও খুরা রোগ থেকে রক্ষায় গবাদি পশুকে নিয়মিত টীকা দিন।
- গোয়াল ঘরের চালা ও মেঝে পরিষ্কার রাখুন।
- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক দিন।

হাঁসমুরগী:

- পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে এক সপ্তাহের বাচ্চাকে রানীক্ষেত রোগের এবং দুই সপ্তাহের বাচ্চাকে গামবোরো রোগের টীকা দেওয়া যেতে পারে।
- সপ্তাহে দুই দিন থাকার জায়গা পরিষ্কার করুন।
- চার পাশে চটের ব্যাগ বা প্লাস্টিকের পর্দা দিয়ে ঠান্ডা বাতাস থেকে মুরগীর বাচ্চাকে রক্ষা করুন।
- মুরগীর খোয়াড়ে সন্ধ্যার পর ১-২ ঘণ্টা বাল্ব জ্বালিয়ে রাখলে ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং রোগ বালাই কমে যাবে।

মৎস্য:

পুকুরে অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা দিলে

- পিএইচ দেখে প্রয়োজন অনুযায়ী চুন প্রয়োগ করুন।
- পুকুরের তলদেশ থেকে জলজ আগাছা তুলে ফেলুন।
- চারপাশের ঝোপঝাড় পরিষ্কার করুন।
- পুকুরের পানি নেড়ে দিন।
- রৌদ্রজ্জ্বল দিনে খাবার দিন।

বন্যা আক্রান্ত এলাকার জন্য পরামর্শ:

১. ফসলের জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন।

২. জমি থেকে পানি সরে গেলে বোরো বীজতলা তৈরি এবং সরিষা, ভুট্টা, ডাল, আলু ইত্যাদি বপন শুরু করুন।

৩. পরিপক্ক ও হেলে পড়া ধান দ্রুত সংগ্রহ করে নিরাপদ স্থানে রাখুন।

৪. অপরিপক্ক ও হেলে পড়া ধানের পাঁচ/ছয়টি গোছা একসাথে বেঁধে দিন।

৫.ক্ষতিগ্রস্থ ধানের জমিতে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের পর পটাশ সার উপরি প্রয়োগ করুন।

৬. জমি থেকে পানি সরে যাওয়ার পর পুনরায় সবজির বীজ বপন এবং চারা রোপন করুন।

৭. গবাদি পশু এবং হাঁস-মুরগী নিরাপদ এবং শুকনো জায়গায় রাখুন।

৮.বন্যার কর্দমাক্ত পানির কারণে পুকুরে অক্সিজেনের স্বল্পতা দেখা দিতে পারে, তাই বাঁশ দিয়ে পুকুরের পানি নেড়ে দিতে হবে।

দেশের বিভিন্ন এলাকার আবহাওয়া পরিস্থিতি

গত ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমান (১৩ নভেম্বর ২০১৯, সকাল ০৬টা পর্যন্ত) এবং ১২ নভেম্বর ২০১৯ এ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা, ১৩ নভেম্বর, ২০১৯ এ সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা নিচে দেওয়া হলো:

বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণা-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্ব্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণা-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্ব্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা
ঢাকা	ঢাকা	০০	৩০.৫	২১.৬	রাজশাহী	রাজশাহী	০০	৩২.০	১৭.৪
	টাঙ্গাইল	০০	৩০.২	২০.০		ঈশ্বরদী	০০	৩০.৫	১৮.৪
	ফরিদপুর	০০	৩১.৪	২০.৩		বগুড়া	০০	৩০.৭	২০.০
	মাদারীপুর	০০	৩০.৯	২০.৩		বদলগাছী	০০	২৯.৮	১৭.৩
	গোপালগঞ্জ	০০	২৯.৯	১৮.৫		তাড়াশ	০০	২৯.৩	১৯.৮
	নিক্‌লি	০০	৩০.০	২১.০					
					রংপুর	রংপুর	০০	৩০.৭	১৯.৫
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	০০	৩০.৪	১৯.৫		দিনাজপুর	০০	৩০.৩	১৭.৬
	নেত্রকোনা	০০	৩০.০	১৯.৫		সৈয়দপুর	০০	৩১.০	১৮.৫
						তেঁতুলিয়া	০০	২৯.৫	১৬.৩
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	০০	৩০.৫	২২.৩		ডিমলা	০০	৩০.০	১৯.০
	সন্দ্বীপ	০০	৩০.৬	২১.৯		রাজারহাট	০০	২৯.৮	১৮.৩
	সীতাকুন্ড	০০	৩১.৫	২১.০					
	রাঙ্গামাটি	০০	৩১.০	২২.০	খুলনা	খুলনা	০০	৩০.৬	১৯.৫
	কুমিল্লা	০০	২৯.৮	১৯.৭		মংলা	০০	৩০.৬	২০.০
	চাঁদপুর	০০	৩১.২	২২.১		সাতক্ষীরা	০০	৩০.৪	১৯.৪
	মাইজদীকোর্ট	০০	২৯.৬	২১.০		যশোর	০০	৩১.৮	১৮.৮
	ফেনী	০০	৩১.০	২০.৩		চুয়াডাঙ্গা	০০	৩১.০	১৭.০
	হাতিয়া	০০	২৯.৫	২১.০		কুমারখালী	০০	৩০.৩	২০.২
	কক্সবাজার	০০	৩০.৬	২৩.৭					
	কুতুবদিয়া	০০	৩০.৭	২২.৪	বরিশাল	বরিশাল	০০	৩০.৮	২১.০
	টেকনাফ	০০	৩১.৬	২২.৫		পটুয়াখালী	০০	৩০.০	২১.৩
						খেপুপাড়া	০০	৩০.৪	২০.২
সিলেট	সিলেট	০০	৩১.১	২০.৫		ভোলা	০০	৩১.২	২০.৫
	শ্রীমঙ্গল	০০	৩০.৪	১৮.৪					

প্রধান বৈশিষ্ট' সমূহঃ-:

- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক উজ্বল সূর্যকিরণ কালের গড় ৭.৫৪ ঘন্টা ছিল ।
- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক বাষ্পীভবনের গড় ২.৮৪ মিঃ মিঃ ছিল।

সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ

পূর্বাভাসঃ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে।

কুয়াশাঃ ভোরের দিকে দেশের কোথাও কোথাও হালকা কুয়াশা পড়তে পারে।

তাপমাত্রাঃ সারাদেশে রাতের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

সপ্তাহের শেষে (১২ নভেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত) আবহাওয়া প্যারামিটারের স্থানিক বন্টন

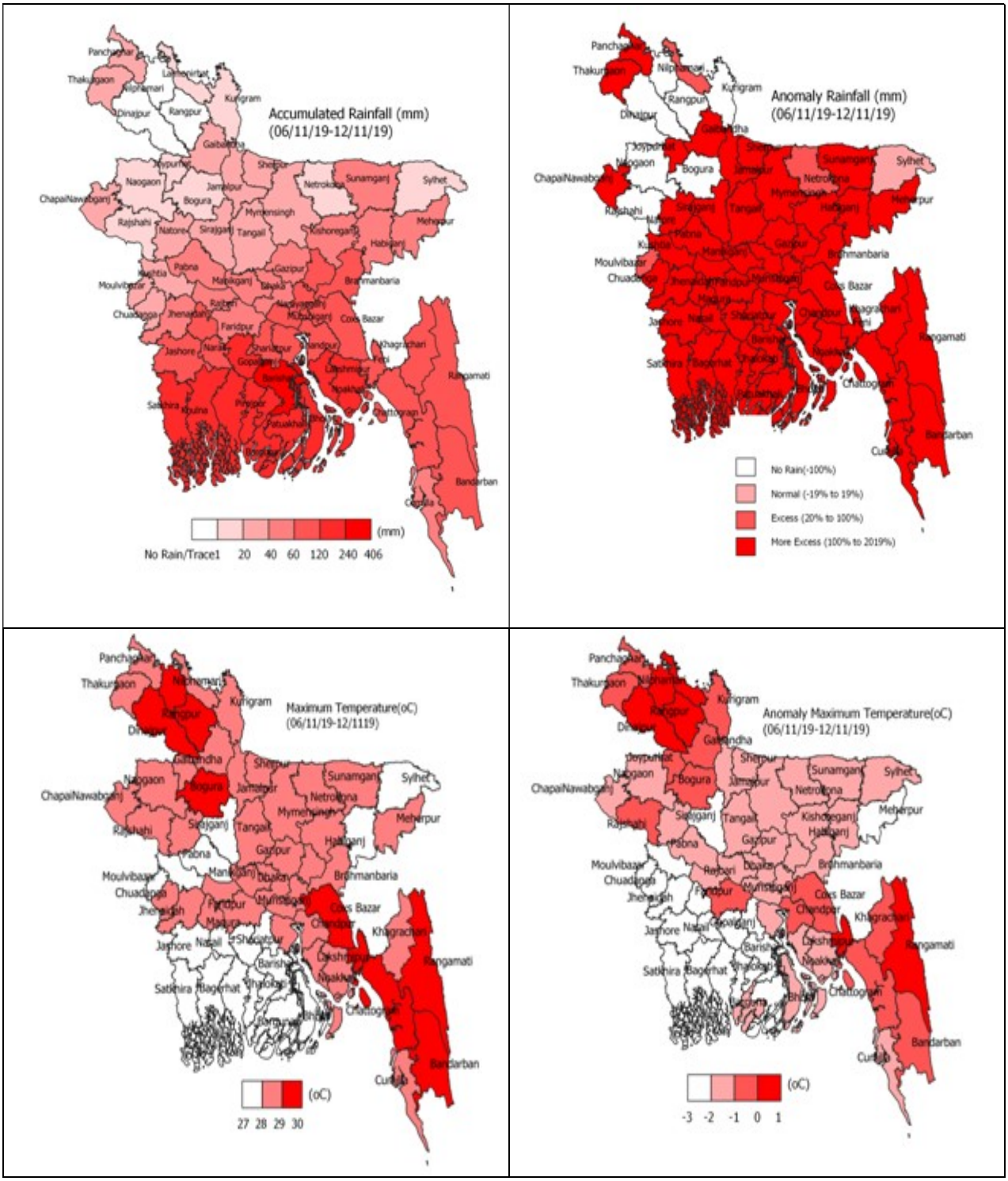

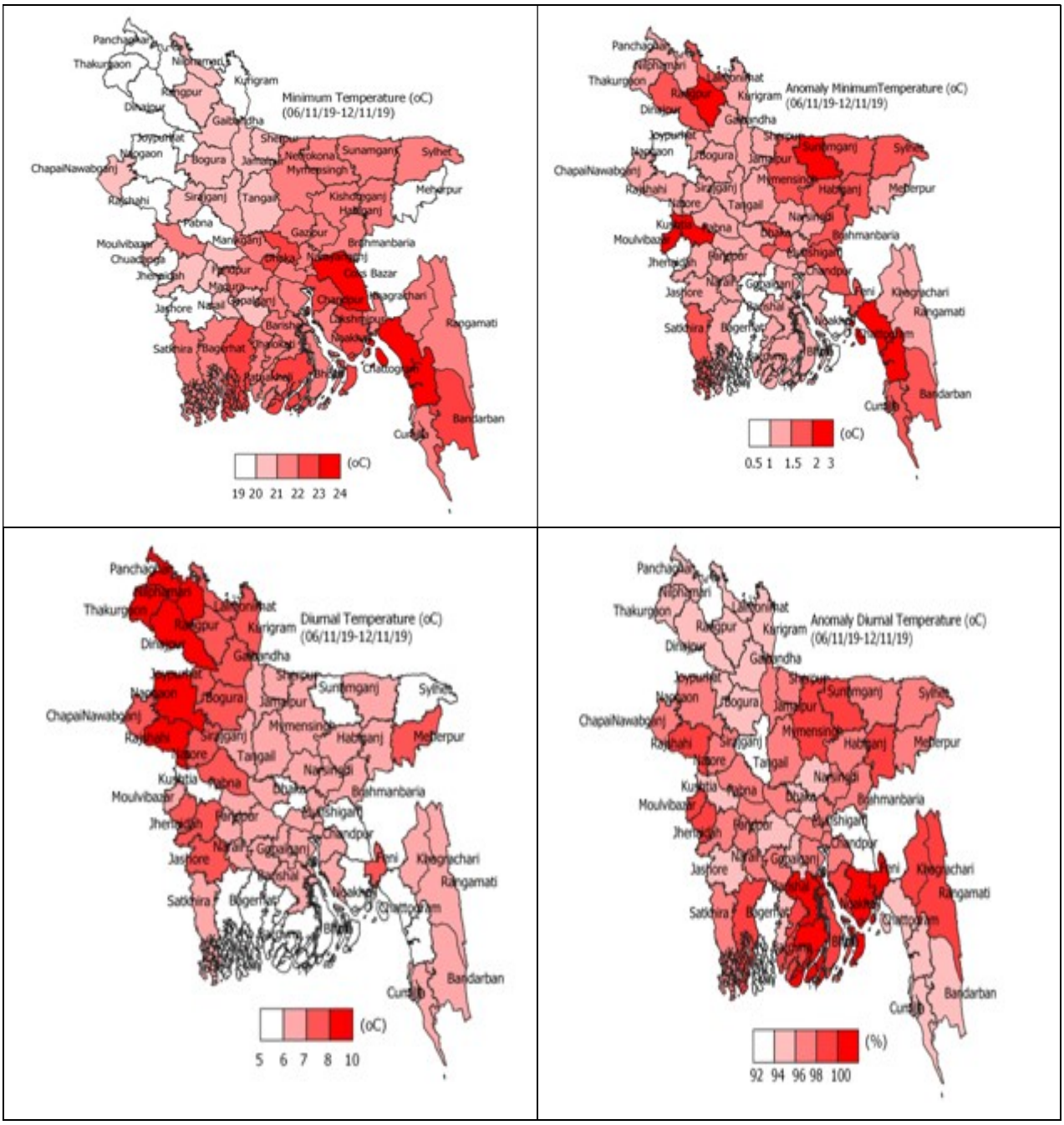
Minimum Temperature (oC)
(06/11/19-12/11/19)
(oC)
19 20 21 22 23 24
Anomaly MinimumTemperature (oC)
(06/11/19-12/11/19)
(oC)
0.5 1 1.5 2 3
Diurnal Temperature (oC)
(06/11/19-12/11/19)
(oC)
5 6 7 8 10
Anomaly Diurnal Temperature (oC)
(06/11/19-12/11/19)
(%)
92 94 96 98 100

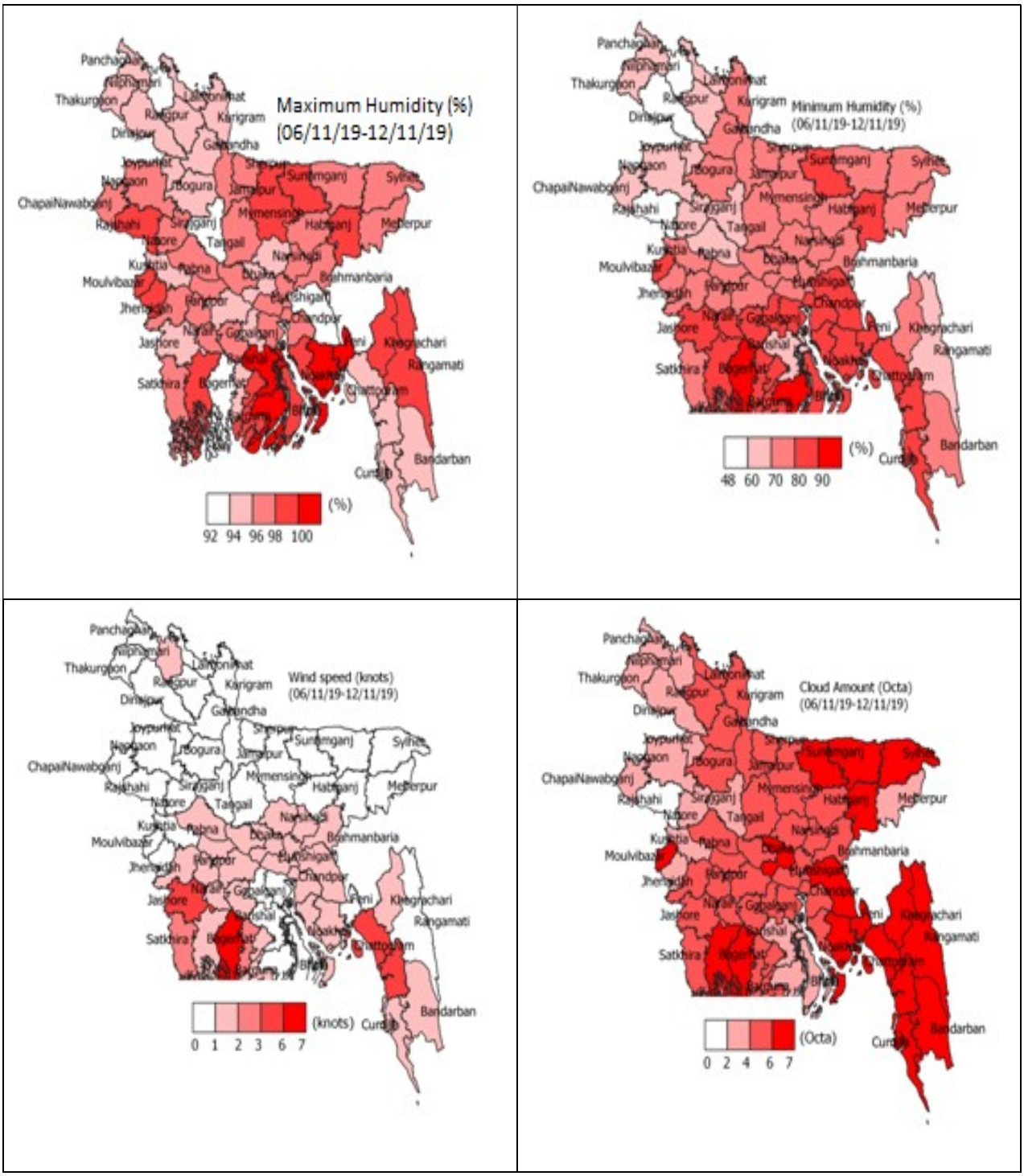

Maximum Humidity (%)
(06/11/19-12/11/19)
92 94 96 98 100
(%)

Minimum Humidity (%)
(06/11/19-12/11/19)
48 60 70 80 90
(%)

Wind speed (knots)
(06/11/19-12/11/19)
0 1 2 3 6 7
(knots)

Cloud Amount (Octa)
(06/11/19-12/11/19)
0 2 4 6 7
(Octa)

আবহাওয়া পূর্বাভাস

আবহাওয়া পূর্বাভাস (১১/১১/২০১৯ হতে ১৬/১১/২০১৯ তারিখ পর্যন্ত):

এ সপ্তাহে দৈনিক উজ্জ্বল সূর্য কিরণ কাল ৬.৫০ থেকে ৭.৫০ ঘন্টার মধ্যে থাকতে পারে ।

আগামী সপ্তাহের বাষ্পীভবনের দৈনিক গড় ২.৫০ মিঃ মিঃ থেকে ৩.৫০ মিঃ মিঃ থাকতে পারে।

- এ সময়ে আকাশ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলাসহ আবহাওয়া প্রধানতঃ শুষ্ক থাকতে পারে, সেই সাথে সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগে বিচ্ছিন্নভাবে হালকা (০৪-১০ মি. মি/প্রতিদিন) বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
- এ সময়ে ভোরবেলায় উত্তরাঞ্চলে বিচ্ছিন্নভাবে হাল্কা কুয়াশা পড়তে পারে।
- এ সময়ে দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে।

আগামী ৫ দিনের জেলাওয়ারী পরিমানগত আবহাওয়া পূর্বাভাস (১৩ নভেম্বর হতে ১৭ নভেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত)

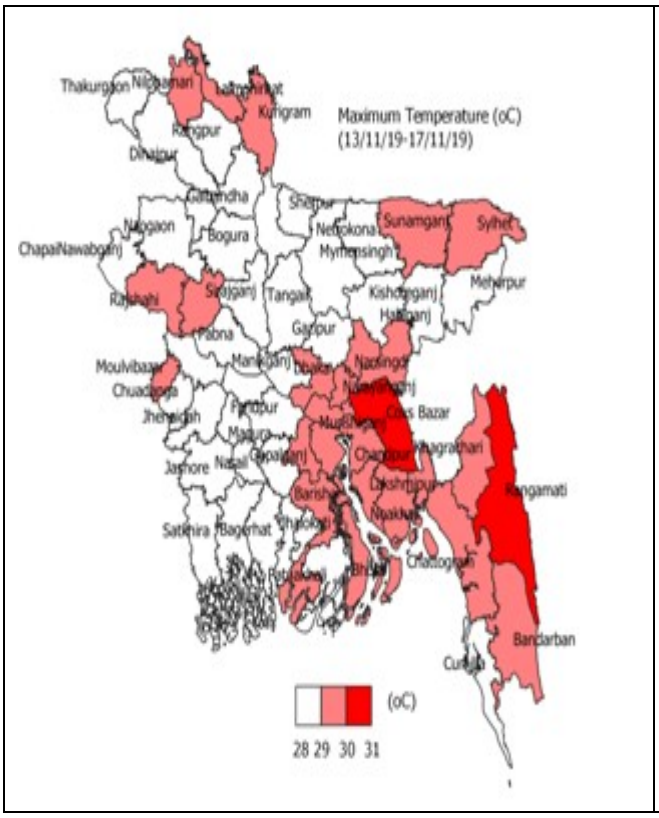

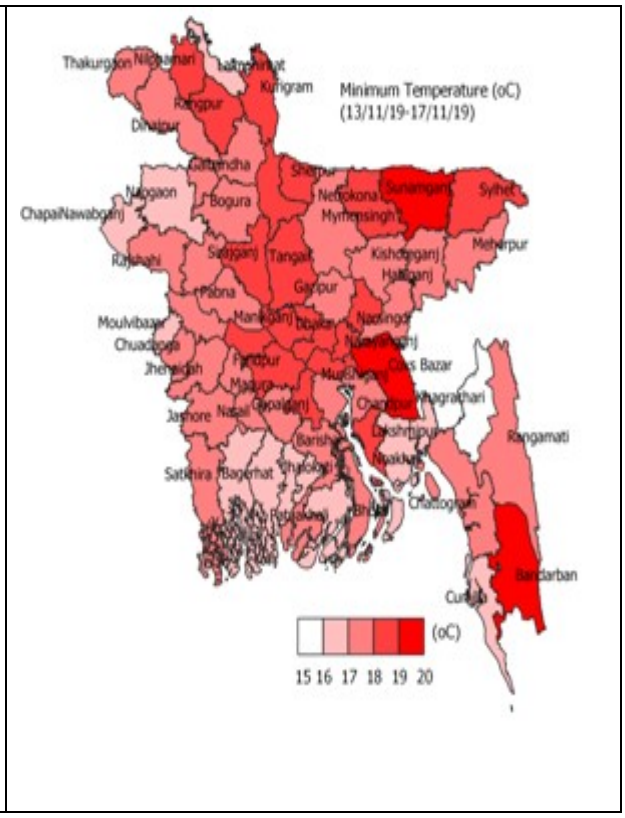

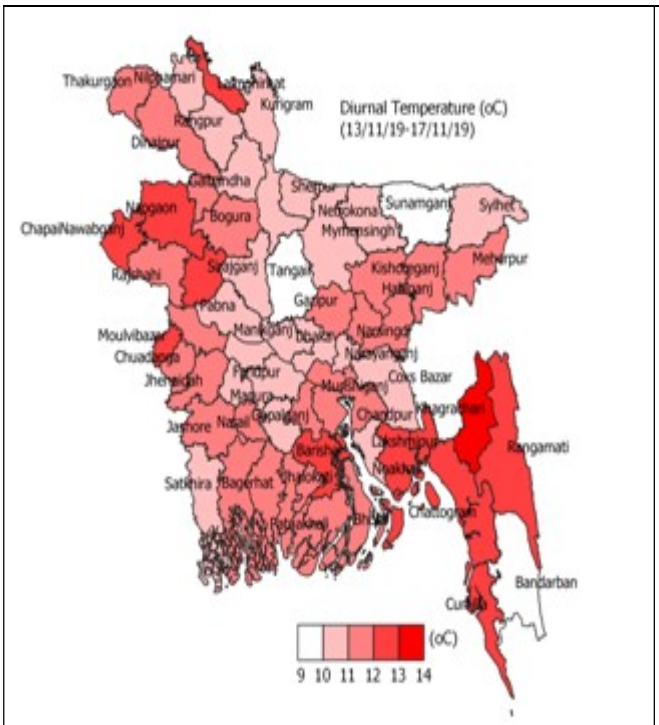
Diurnal Temperature (oC)
(13/11/19-17/11/19)
(oC)
9 10 11 12 13 14

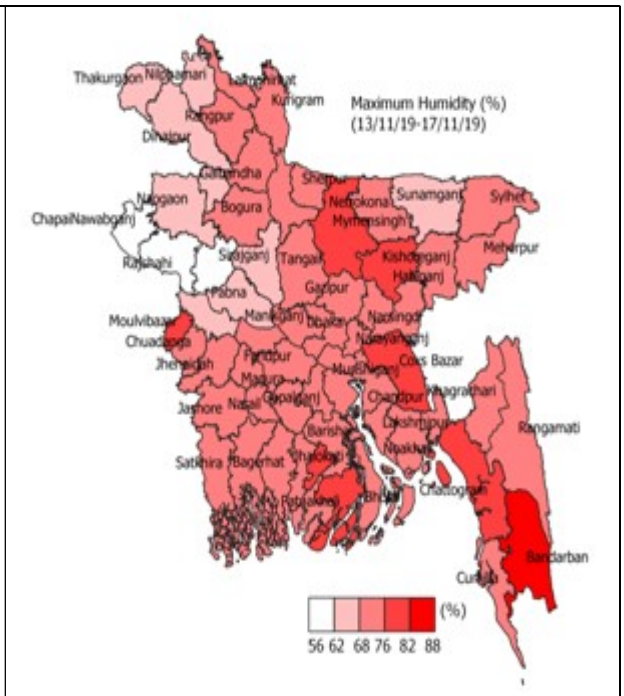
Maximum Humidity (%)
(13/11/19-17/11/19)
(%)
56 62 68 76 82 88

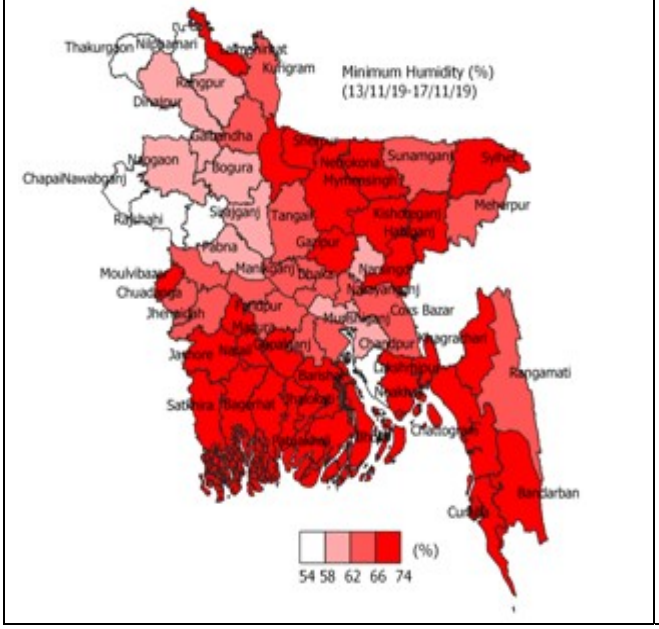
Minimum Humidity (%)
(13/11/19-17/11/19)
(%)
54 58 62 66 74

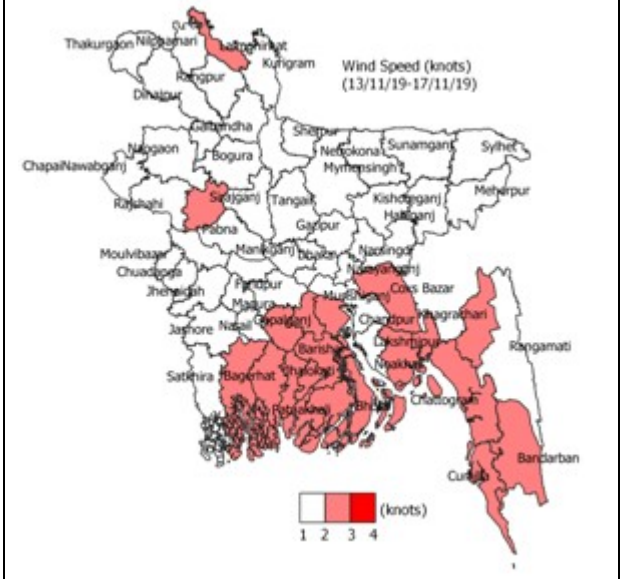
Wind Speed (knots)
(13/11/19-17/11/19)
(knots)
1 2 3 4

বাংলাদেশের উপর বিভিন্ন উপগ্রহ থেকে প্রাপ্ত তথ্যঃ

NOAA/VIIRS BLENDED NDVI composite for the week number No. 44 (29 October-04 November) over Agricultural regions of Bangladesh

NOAA/ AVHRR BLENDED VCI composite for the week number No. 44 (29 October-04 November) over Agricultural regions of Bangladesh

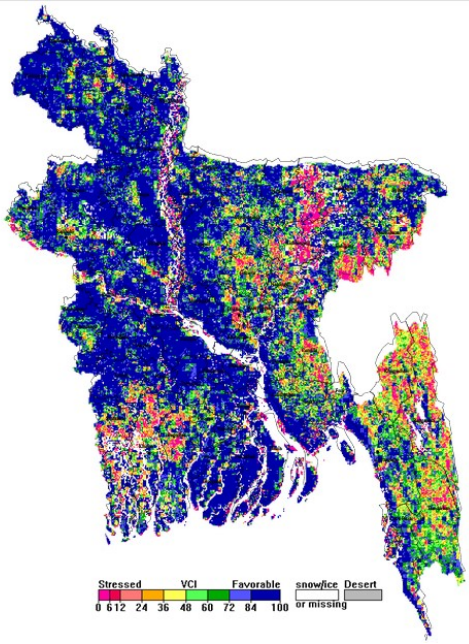

NOAA/ AVHRR BLENDED TCI composite for the week number No. 44 (29 October-04 November) over Agricultural regions of Bangladesh

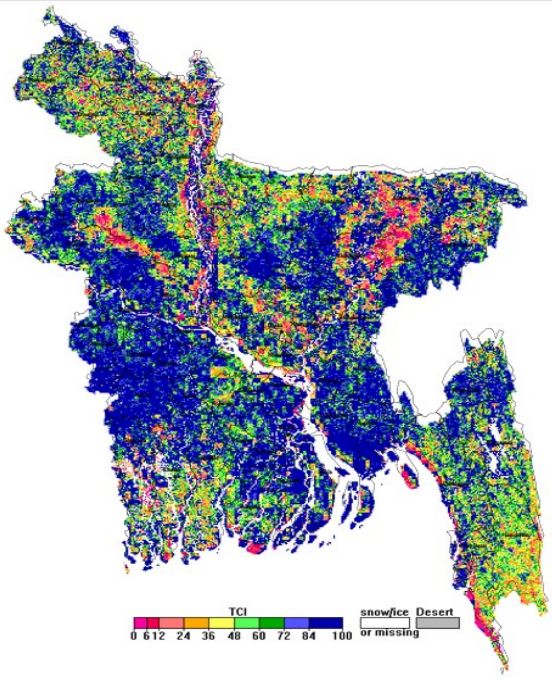

NOAA/ AVHRR BLENDED VHI composite for the week number No. 44 (29 October-04 November) over Agricultural regions of Bangladesh

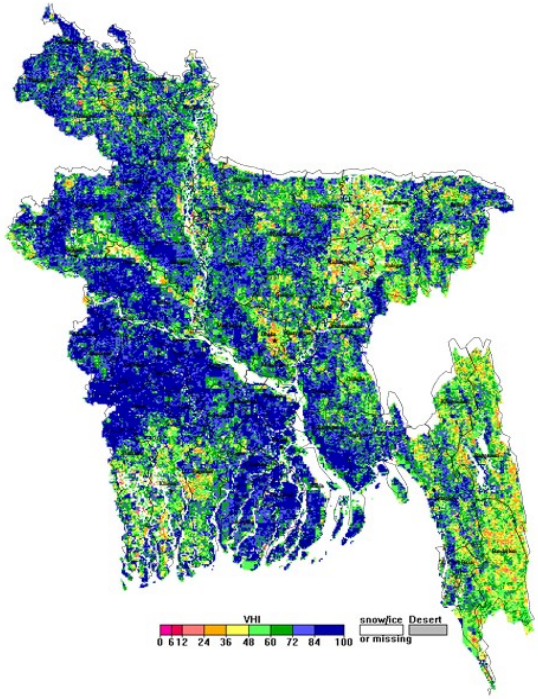

Monitoring Meteorological Drought in Bangladesh using Standardized Precipitation Index (SPI)

গত চার সপ্তাহে ও **নভেম্বর** মাসে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের অবস্থিত জেলাগুলি অত্যন্ত ভেজা অবস্থায় ছিল। অপর পক্ষে, বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল, উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল এবং অন্য জেলাগুলি হালকা থেকে মাঝারি অবস্থায় ভেজা ছিল।

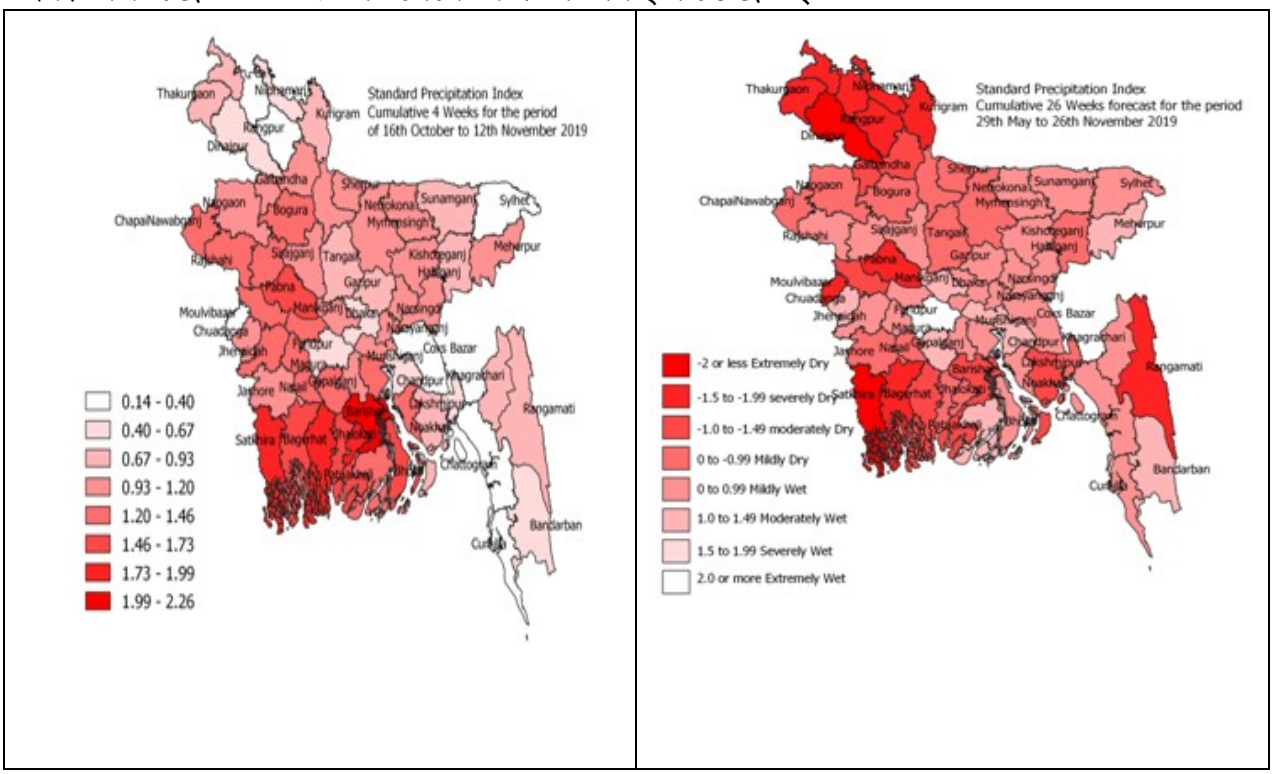

Data source: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর